বেলা শেষে পাখি

মোহাম্মদ সাগর ইসলাম

ফ ফাতিহ প্রকাশন

বেলা শেষে পাখি

গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লেখক ও প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনমুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে বইয়ের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ২০২১

ISBN

লেখক: মোহাম্মদ সাগর ইসলাম

প্রকাশকঃ ফাতিহ প্রকাশন

ই-মেইলঃ fatihprokashon@gmail.com

পরিবেশকঃ আল ইখলাস পাবলিকেশন

৩৭,বিশাল বুক কমপ্লেক্স, নর্থব্রুক হল, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

ফোন : 01838-857631

মুদ্রণ ও বাঁধাই

প্রচ্ছদঃ মোহাম্মদ রাহীম আনোয়ার

মুদ্রিত মূল্য ২৫০ টাকা

ফ ফাতিহ প্রকাশন

সূচিপত্র

শুরুতে	৯
পছন্দ যেখানে উন্মুক্ত	১২
সুখ! বল তোমায় কোথা পাই?	১৬
মুক্তি পেতে হৃদয় উতলা	২৮
সৌন্দর্যই মর্যাদার মাপকাঠি নয়!	৩৫
দুনিয়ার দুর্নিবার মোহ	৪৪
জীবনের কষ্ট যত	৪৮
জীবনের বাঁকে-বাঁকে!	৫৫
ভালোবাসা বা Love	৬৬
প্রবৃত্তির মিথ্যা মায়া	৭৬
কেন আমি গুনাহ করি?	৮৬
দুনিয়ায় পড়ে দুনিয়ার উদাসীনতা	৯৪
যৌবনের শেষে	৯৯
দ্বি-চোখের মধ্যে আবদ্ধ	১১৩
প্রবৃত্তির চাওয়া-পাওয়া	১২০
বন্ধু আমাকে জান্নাতে নিবে!	১২২
ভাবনার সময় হয়েছে	১৩৪
বল, জান্নাত রয়েছে কোন পথে	১৪৩
পাছে লোক কিছু বলে	১৪৮
ফেরা হউক তবে	১৫৪

শুরুতে

মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ নবি ইবরাহিম আ. যখন নিজ সম্প্রদায় ও জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যান, তখন তিনি মহান আল্লাহর নিকট একটি নেককার পুত্র সন্তান প্রার্থনা করেন।

মহান আল্লাহ তাআলা সেই প্রার্থনা কবুল করেন এবং ইবরাহিম আ.- কে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেন।[1] তিনি হলেন ইসমাঈল আ. । তিনিই হলেন হযরত ইবরাহিম আ.- এর এর প্রথম পুত্র। হযরত ইবরাহিম আ.-এর ছিয়াশি বছর বয়সে তাঁর পুত্র ইসমাঈল আ. এর জন্ম হয়েছিল।[2] সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো অর্থাৎ যখন যুবক হলো ও পিতার ন্যায় নিজের কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছাল তখন একদিন ইবরাহিম আ. স্বপ্নে দেখলেন, মহান আল্লাহ তাঁর পুত্র ইসমাইলকে যবেহ করার হুকুম দিয়েছেন।[3] এ নির্দেশ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবরাহিম আ.-এর প্রতি এক বিরাট পরীক্ষা। কেননা তিনি এই পুত্রটি পেয়েছিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে।

ইবরাহিম আ.- এ স্বপ্ন দেখার পর তাঁর প্রিয়-পুত্রের সামনে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন, যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ দিয়েছেন। তাঁর পুত্রকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এজন্য যে, যাতে এ কঠিন কাজ সহজভাবে ও প্রশান্ত চিত্তে করতে পারেন। চাপ প্রয়োগ করে ও বাধ্য করে যবেহ করার চাইতে এটা ছিল সহজ উপায়।

ইবরাহিম আ. বললেন– হে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে তোমাকে আমি যবেহ করেছি। এখন তোমার অভিমত কী বল? তা শুনে ধৈর্যশীল পুত্র পিতার নির্দেশ পালন করার জন্য খুশি মনে [4]

---

[1] সুরা আস-সাফফাত ৩৭/১০০-১০১

[2] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া ১/১৭৯

[3] সুরা আস-সাফফাত ৩৭/১০২

[4]সুরা আস-সাফফাত ৩৭/১০২

পছন্দ যেখানে উন্মুক্ত

আল্লাহ এই দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে বলেছেন,

“এ দুনিয়ার জীবন উপভোগের বস্তু ছাড়া কিছুই নয় এবং নিশ্চয়ই আখিরাত হচ্ছে সেই আবাস যা চিরকাল স্থায়ী হবে”।[5]

মানুষ তার পছন্দের জিনিসকে উপভোগ করার জন্য, এবং তার পছন্দমতো দুনিয়াতে বসবাস করার জন্য, দুনিয়ার মধ্যে ক্ষমতাবান সম্পদশালী ব্যক্তি হতে চায়। দুনিয়াতে আপনার পছন্দমতো এমন অনেক উপভোগের উপকরণ পেয়ে যাবেন, যা আপনাকে দুনিয়াতে ব্যস্ত রাখার সক্ষমতা রাখে। আপনি আপনার পছন্দমতো সেসব উপকরণ উপভোগ করতে পারবেন। তখন মানুষ দুনিয়ার প্রতি এত ব্যস্ত হয়ে যায় যে, দুনিয়ার পর যে একটি জীবন রয়েছে তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে। দুনিয়ার লোভ- লালসা তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। মানুষের এমন অবস্থা দেখে নবি আলাইহিস সালাম বলেছেন,

“কিয়ামত কাছাকাছি চলে এসেছে, এরপরও মানুষ দুনিয়ার প্রতি লোভ বাড়িয়েই চলছে, অথচ তারা আল্লাহর থেকে শুধু দূরত্বই বাড়াচ্ছে” ।[6]

---

[5]সুরা আল-মুমিন ৪০/৩৯

[6]মুসতাদরাকে হাকিম, হা/৭৯১৭

সুখ! বলো তোমায় কোথা পাই?

সুখী জীবন বলতে আমরা বুঝি চিন্তামুক্ত একটি জীবন। যে জীবনে থাকবে না কোনো দুঃখ-কষ্ট। যে জীবন হবে শুধুই সুখ-শান্তির।

হ্যাঁ, এমন জীবনের কথাই বলছি, যা মানুষ এখন দুনিয়ার মধ্যে তালাশ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে কখনো এমন চিন্তা-মুক্ত জীবন সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহর জান্নাতে এমন জীবন পাওয়া সম্ভব। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেই দিয়েছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

.....

"অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি বিপদ-কষ্টের মধ্যে" ।[7]

.....

অর্থাৎ, মানুষের জীবন পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। তাহলে আমরা কীভাবে চিন্তা করতে পারি আমরা দুনিয়াতে চিন্তামুক্ত একটি জীবন পাব?

আপনার চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন কোন মানুষটি সুখী জীবন যাপন করছে। আপনার পাশের ঘরের লোকটিকে হয়তো আপনি হাসি-খুশি দেখছেন। তার মুখের সুন্দর হাসি দেখে মনে করছেন তিনি খুব সুখে-শান্তিতে আছে। কিন্তু তার হাসির পেছনে লুকিয়ে থাকা কষ্টটা হয়তো তার অশ্রুভেজা গালটি প্রতিদিন অনুভব করতে পারে। যদি দুনিয়ার জীবন আপনাকে একদিন সুখ এনে দেয়, তাহলে বাকি দিনগুলো আপনাকে দুঃখের সংবাদ এনে দেবে।

---

[7]সুরা আল-বালাদ ৯০/৪

[৪]

মুক্তি পেতে হৃদয় উতলা

সবার জীবন কিছু অসমাপ্ত গল্প দিয়ে রাঙানো থাকে। টগবগে অশ্রুতে ঝরে পড়ে কিছু শব্দহীন ব্যথা আপন নীড়ে। সে দুঃখ-কষ্টের গভীরতা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। চাইলেও সে দুঃখ-কষ্টকে ভুলে স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দুঃখ-কষ্ট পিছু ছাড়তে রাজি নয়- তা লেগেই থাকে ছায়া হয়ে। যার লক্ষ-কোটি টাকা রয়েছে, আছে বিলাস বহুল গাড়ি-বাড়ি সেও একই রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে, তার জীবনেও সুখ নেই। আবার যে রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে জীবন পার করছে, সেও একই রোগে আক্রান্ত, তার জীবনেও সুখ নেই।

পৃথিবীর মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিও বলতে পারবে না যে,তার জীবনে দুঃখ-কষ্ট কিছুই নেই বা তার জীবনে কখনো দুঃখ-কষ্ট তাকে ছুঁয়ে যায়নি।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে দুঃখ কষ্ট আছে এবং তা থাকবে। কারণ এই দুনিয়া সুখের জায়গা নয়। এই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সুখের সন্ধানে থাকে এবং তার জীবন-যৌবন এর পেছনেই অতিবাহিত করে- তার পরকালের চিরস্থায়ী সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কেননা এই দুনিয়াবি সুখ-যা আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন- তার জন্য আপনি তত পরিশ্রম না করলেও তা আপনার জীবনে আসবে। তবে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ আপনাকে অর্জন করে নিতে হবে। জান্নাত নিজে নিজে আপনার কাছে এসে ধরা দেবে না, আপনার নিজেকেই বাধ্য করতে হবে জান্নাতকে আপনার কাছে ধরা দেওয়ার জন্য । আর তার মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার ইবাদাত করা।

[৪]শেখ সাদী, উপদেশ পৃ/৬০

সৌন্দর্যই মর্যাদার মাপকাঠি নয়!

১

ইসলামে কোনো বর্ণবৈষম্য নেই। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়ার মধ্যে পূর্বে ও পরে সকল মানুষ এক আদম-সন্তান। সেহেতু সকলে একে-অপরের ভাই-ভাই। তাই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শ্বেতাঙ্গ মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ওপর কখনো জুলুম অবিচার করতে পারবে না। সকল ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সমান অধিকার পাবে।

তবে পশ্চিমা দেশগুলোতে পূর্বে থেকেই বর্ণবৈষম্য চলে আসছে। তারা কালো চামড়ার মানুষদের ওপর খুবই অত্যাচার নিপীড়ন চালায়। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের তারা এত ঘৃণা করে যে, তাদের কারও যদি শ্বেতাঙ্গ মানুষের সাথে হাত স্পর্শ হয়ে যায় তখন সে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সাথে হত্যায় মেতে উঠতে দ্বিধাবোধ করে না। শ্বেতাঙ্গরা সকল ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করে। তারা কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষই মনে করে না। তারা মনে করে শ্বেতাঙ্গ মানুষের সাথে তাদের কোনো অধিকার নেই। একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ স্বাধীন ভাবে কখনো পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাস করতে পারে না। তাদের নিয়ে সর্বদা হাসি ঠাট্টায় মেতে থাকে শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ক্লাস রুম থেকে শুরু করে তাদের খৃষ্ট ধর্মের গীর্জাসহ আলাদা। অথচ সেই পশ্চিমারাই আবার বাক স্বাধীনতার কথা বলে, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে।

পশ্চিমা দেশগুলো বাক স্বাধীনতার কথা বলে ঠিকই কিন্তু তাদের দেশে বাক স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের শ্বেতাঙ্গরা তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করছে এবং তাদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। যদি কোনো ব্যক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চায় অবশ্যই তাকে খৃষ্টান ধর্মালম্বী হতে হবে। এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। এখানে বাক স্বাধীনতা কোথায়?

দুনিয়ার দুর্নিবার মোহ

দুনিয়া মানুষকে প্রতিফলিত করে না। মানুষ নিজেই দুনিয়ার দুর্নিবার মোহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। মানুষ এই দুনিয়ার মোহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে ভুলে যায়। ভুলে যায় তাকে কেন এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে তাকে কীভাবে বিচরণ করতে হবে তাও ভুলে যায়। এই দুনিয়া যে চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়, বরং ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান- মানুষ তাও ভুলে যায়। পরিশেষে এটাও ভুলে যায় যে তাকে এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চিরস্থায়ী আখিরাতের দিকে পাড়ি দিতে হবে। তাই তো মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার যতটুকু না আনুগত্য করে, তার চেয়ে দ্বিগুণ তার সাথে নাফরমানি করে থাকে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, এই জীবন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার জীবন। এই জীবন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্ট করে জান্নাতের টিকেট অর্জন করার জীবন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৎ কাজ করতে হয় এবং আমল সংগ্রহ করতে হয়। পক্ষান্তরে অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। দুর্ভাগ্য আমাদের! আমরা অসৎ এবং মন্দ কাজকে আপন করে নিয়েছি। এবং সৎ কাজ করা হতে দূরে সরে গিয়েছি। আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছে যে সালাতের মতো ফরজ ইবাদত আদায় না করতে পারলে আমরা তেমন কোনো আফসোস করি না। আমাদের কোনো কষ্ট হয় না। অথচ যদি কোনো কারণবশত আমাদের ধন-সম্পদ থেকে কিছু হারিয়ে যায় তাহলে আমরা আফসোস এবং হা-হুতাশ করতে থাকি। দুঃখে আমাদের মন বিগলিত হয়ে যায়।

এই বিষয় নবি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি আদাম সন্তানের দু উপত্যকা ভর্তি সম্পদ থাকে, তবুও সে তৃতীয়টার আকাঙ্খা করবে। আর মাটি ব্যতীত আদম-সন্তানের পেট কিছুতেই ভরবে না" ।[৭]

---

[৭]সহিহ বুখারি, হা/৬৪৩৬

জীবনের কষ্ট যত

না পাওয়া কিছু সত্য পরাজয় স্বীকার করতে চায় না। হেরে যাওয়াকে হাসিমুখে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। তখন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ যেন কিছু বলতে চায়। আকাশ যেভাবে তার উজ্জ্বল নূর দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে দেয়, তেমনি আল্লাহর নূর এসে যেন আমার অন্তর আলোকিত করে দেয়। নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া গভীর দুঃখ, কষ্ট অশ্রু হয়ে ভেসে যায় চড়ুই পাখির বাসার মতো। যা সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতে ভেঙে যায়। জবাবের অস্থিরতা সহ্যের বাধ ভাঙে, অপূর্ণতা বিরহ আগুনে পোড়ায়। জীবনের এই দূরাবস্থা অন্তরে হতাশার জোয়ার তুলে দেয়।

তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষদের বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

……

"আর তোমরা নিরাশ হবে না ও বিষন্ন হবে না এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে" ।[10]

……

জীবনে কিছু অসমাপ্ত গল্প, কিছু না পাওয়া হয়তো আপনার মনকে খুবই কষ্ট-বেদনার মধ্যে রাখে। তখন কিছুই আর ভালো লাগে না। অপূর্ণতা মনের প্রশান্তি এনে দিতে পারে না। প্রিয়জনদের থেকে পাওয়া কষ্টগুলো সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে চায়। কল্পনার বাইরে যা কখনো হবে না বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল- তাই হয়ে যায়। জীবনকে নিয়ে সকল পরিকল্পনা ভেস্তে

[10]সুরা আল-ইমরান ৩/১৩৯

জীবনের বাঁকে-বাঁকে!

সাইকেলটি আবার নষ্ট হয়ে গেল? গত মাসে তো ঠিক করেছিলাম। কেন যে কিছুদিন পরপর নষ্ট হয়ে যায় বুঝতে পারি না। যেন সাইকেলের মধ্যে ভূত চেপে আছে। যাকগে, সাইকেল নিয়ে বাজারে যাই- ঠিক করে নিয়ে আসি।

জিলানী রওনা দিল সাইকেল নিয়ে বাজারের দিকে। কিছু সময় যাওয়ার পর তার বন্ধু রিফাতে কথা মনে পড়ে তার। একা একা যেতে ভালো লাগছে না তাই রিফাতকে কল দিয়ে বলল তার বাসার সামনে আসতে। রিফাত তার সাইকেল নিয়ে চলে আসল। এসেই বলতে লাগল, "কিরে তোর বিমান ইস্টার্ট নেয় না? এটা ভাঙারিকে দিয়ে মিঠাই খেয়ে নিস, (হাসি দিয়ে)।

জিলানি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি চাইলে এটার বদলে নতুন একটি সাইকেল কিনতে পারি। কিন্তু যদি আমি এই কাজ করি তাহলে টাকার অনেক অপচয় হয়ে যাবে। কারণ এটা তো ভালোই আছে, পুরোনো হওয়াতে একটু-আধটু সমস্যা দেয় যা তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। তারপর সে নিম্নোক্ত দুটি আয়াত রিফাতকে শুনাল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

اِنَّ الۡمُبَذِّرِيۡنَ كَانُوۡۤا اِخۡوَانَ الشَّيٰطِيۡنِ ؕ وَ كَانَ الشَّيۡطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوۡرًا

……

"নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ"।[11]

……

[11]সুরা বনী ইসরাইল ১৭/২৭

ভালোবাসা বা Love

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহ. বলেছেন,

ভালোবাসা যদি আল্লাহর জন্য না হয় তাহলে তা হারিয়ে যাবে।[12]

ভালোবাসা (Love) এই শব্দটি শুনলেই আমাদের অন্তরে একটি অন্য রকম ভালোলাগা কাজ করে, অন্তরের মনিকোঠায় তখন অকল্পনীয় অনুভূতি উদ্ভাবিত হয়। কল্পনায় অনুধাবন করা হয় ভালোবাসা ছাড়া সত্যিই পৃথিবী খুবই অসহায়।

মানুষদের মধ্যে একে অপরের প্রতি আকর্ষণ, ভালোলাগা বা ভালোবাসা অস্বাভাবিক কিংবা অপরাধের কিছু নয়। এটা তৈরি হওয়া খুব স্বাভাবিক একটা বিষয়।

যদি কোনো ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি না হয় তাহলে সে কখনো মানুষ হতে পারে না। কারণ ভালোবাসা (Love) তা মানুষের অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টিগতভাবে দিয়ে দেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের অন্তর সমূহকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে প্রাণীর প্রতি প্রাণীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবেই। তা অপরিহার্য।

আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে ভালোবাসা দিয়ে দিয়েছেন, তেমনি ওই ভালোবাসার সঠিক প্রয়োগ করার কথাও বলে দিয়েছেন। এবং কে এই ভালোবাসার প্রকৃত হকদার তাও বলে দিয়েছেন।

---

[12]মাজমুউল ফতওয়া - ২৮/৩৮

কেন আমি গুনাহ করি?

এই বাস্তবতার মধ্যে যার মাঝে আমরা তিলে-তিলে নিজেকে আবদ্ধ করছি তা হচ্ছে পাপের সাগর। এই সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে আমরা দৈনন্দিন নিজেকে ভাসিয়ে চলছি। পরিশেষে আমরা সেই সাগরে সাঁতার কাঁটতে গিয়ে তার মাঝেই ডুবে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি হচ্ছে । এমনটি কেন হচ্ছে? কেন আমরা আল্লাহকে চেনার পরেও তাকে না চেনার ভান করে থাকি?

এই প্রসঙ্গে, ফুযাইল ইবনু ইয়ায রহ. বলেন,

"আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে চেনার পরও তাঁর অবাধ্য হয়।"[13]

আমরা কী অদ্ভুত মানুষ! দুনিয়ার মানুষের কাছে ভালো হওয়ার জন্য, মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিভিন্ন প্রকার পাপ কাজে নিজেকে লিপ্ত করছি। যদি ভেবে দেখা হয় যে আল্লাহর অবাধ্যতার পেছনে একজন ব্যক্তির মূল কারন কী? তবে তা হবে মানুষকে সন্তুষ্ট রেখে রবকে অসন্তুষ্ট রাখা এবং নিজের খেয়ালখুশি মোতাবেক চলা। এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করলে ফলাফল পাওয়া যায়, একজন মানুষ দুনিয়ার মায়ায় পড়েই নিজেকে বিভিন্ন পাপের সাগরে ভাসিয়ে বেড়ায়। কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় গুনাহ করতে চায় না। একজন মানুষকে গুনাহর মধ্যে লিপ্ত করতে চারটি জিনিস তাকে উৎসাহিত করে থাকে।

১) প্রবৃত্তির অনুসরণ

২) আশেপাশের অসৎ বন্ধু-স্বজন।

---

[13]আয-যাহরুল ফায়িহ, পৃষ্ঠা - ৯৫

যৌবনের শেষে

১

শত বাঁধা-বিপদ অতিক্রম করে পুরুষের প্রায় ২৫ কোটি শুক্রাণুর মাঝে মাত্র একটি শুক্রাণু নারীর যোনিপথে পরিভ্রমণ করে ফেলোপিয়ান নালী বা জরায়ুতে পৌঁছে ডিম্বাণু কে নিষিক্ত করে একটি জাইগোট গঠন করে। বাকি সকল শুক্রাণুগুলো যোনিপথ দিয়ে জরায়ুতে আসার পথেই নিঃশেষ হয়ে যায়। নিষেক ও গর্ভে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপনের পর নারীর জরায়ুতে ফেটাস বা ভ্রূণ মাইটোসিস প্রক্রিয়া বিভাজনের মাধ্যমে বেড়ে ওঠে।

আল্লাহর অশেষ রহমতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাতৃগর্ভে আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন। দীর্ঘ নয়টি মাস মাতৃগর্ভে সংগ্রাম করে একদিন আমরা এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের ছোঁয়া অনুভব করি ও দেখতে পাই।

তখন থেকে আমাদের জীবনের নতুন যাত্রা শুরু হয়ে যায়। তখন থেকে আমাদের শৈশব কালের আবির্ভাব ঘটে। তখন থেকেই আমাদের দুনিয়ার নির্দিষ্ট সময়ের যাত্রা আরম্ভ হয়ে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শৈশবের দুর্বলতার মধ্যে হারিয়ে যায় আমাদের এই জীবনের নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকটা বছর।

মানুষের শৈশব কাটিয়ে উঠতে উঠতে ১৫-১৬ বছর হাসি-তামাশা আর খেলাধুলার মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায়। এবং ইবাদতবিহীন শেষ হয়ে যায় সে সময়গুলো আমাদের জীবন থেকে। যৌবনে পদার্পণ করার পর শৈশবের দুর্বলতার মধ্যে যে ১৫-১৬ বছর আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় তা নিয়ে কখনো আমরা চিন্তা-ভাবনা করি না । অথচ আমাদের ভাবা দরকার, আমরা যদি সত্তর বছর বেঁচে থাকি তার মধ্য থেকে ১৫-১৬ বছর বুঝহীন ভাবে চলে গিয়েছে। সে সময়গুলো আমাদের জীবনের নির্দিষ্ট সময়েরই অংশ ছিল। এতগুলো বছর অবুঝ ভাবে

দ্বি-চোখের মধ্যে আবদ্ধ

প্রখ্যাত সুফি হাতিম আল আসাম রহ. বলেন,

►আমি জানি, আমার রিযিক আমি ব্যতীত কেউ খেতে পারবে না, তাই তা নিয়ে আমি চিন্তা করি না।

►আমি জানি, আমার আমল আমি ব্যতীত কেউ করে দিবে না, তাই আমি তা নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

►আমি জানি, আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে আমি কখনো যেতে পারব না, তাই কখনও তার অবাধ্যতা করার চেষ্টা করি না।

►আমি জানি, মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাই সর্বদা তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখি।[15]

যদি মানুষ ভালো কাজ করে, সৎ পথে থাকে-- তার সুফল সে নিজেই ভোগ করবে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, দান-সদকা করে, যাকাত প্রদান করে, সিয়াম পালন করে, সামর্থ্য থাকলে হজ পালন ইত্যাদি সৎকর্ম বাস্তবায়ন করে--সে তা নিজের কল্যাণের জন্যেই করল। কারণ এর সুফল সে নিজেই ভোগ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে। যেমন, সুদ নেওয়া ও দেওয়া, অন্যের হক আত্মসাৎ করা, নিপীড়ন করা, অবৈধ উপায়ে অর্থ আয়

[15]ইমাম যাহাবি রহ. রচিত জীবনী গ্রন্থ সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১১/৪৮৫

বন্ধু আমাকে জান্নাতে নিবে!

মনে কি পরে শৈশবের সেই স্মৃতিমাখা দিনগুলির কথা? মনে কি পড়ে জীবনের প্রথম বিদ্যালয়ে যাওয়ার দিনগুলির কথা? মনে কিছুটা ভয় নিয়ে প্রথম যাওয়া হয় স্কুল বা মাদ্রাসায়। বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে পৌঁছানোর পর থেকেই প্রত্যেকের জীবনে একটি নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

শৈশবে ক্লাসরুমে প্রবেশের পর ধীরে ধীরে পরিচয় হয় ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে। পরিচয় হওয়ার মধ্য দিয়ে কয়েকজনের সাথে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। যাদের সাথে বসে ক্লাস চলাকালীন সময় অনেক গল্প গুজব করা হয়। প্রতিদিন এক বেঞ্চে বসা, বসার জায়গা নিয়ে বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করা, মান-অভিমান আর দুষ্টুমিতে পার হয়ে যেত বিদ্যালয়ের সময়। বন্ধুদের সঙ্গে দল বেধে রূপকথার গল্পের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যেত বিদ্যালয় থেকে বাড়ি যাওয়ার সময়টুকু। এভাবে আনন্দ দুষ্টুমির মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায় শিক্ষাজগতের প্রথম ধাপ এবং শৈশবকাল। শৈশবে একজন ব্যক্তির ভালো-মন্দ নির্বাচন করার পর্যাপ্ত জ্ঞান তার থাকে না। তখন সে ভালো-মন্দ বোঝার মতো ক্ষমতা রাখে না। তাই শৈশব কালের হিসাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিবেন না।

কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি কৈশোরে উপনীত হয়, তখন তার ভালো-মন্দ বোঝার সামর্থ্য থাকে। তখন সে বুঝতে পারে, কোন জিনিসটি ভালো আর কোন জিনিসটি মন্দ। অবশ্যই পিতা-মাতাদের কর্তব্য শৈশব কাল থেকেই তার সন্তানদের ভালো-মন্দ শেখান। ইসলামের শিক্ষা দেওয়া। কৈশোরে উপনীত হয়েই আমরা শিক্ষা জগতের দ্বিতীয় ধাপ মাধ্যমিকে ভর্তি হই। একসময় মাধ্যমিক ধাপ শেষ করে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে যাই। আবার কলেজ শেষ করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। এভাবেই ধীরে ধীরে পার হচ্ছে শিক্ষা জগতের প্রত্যেকটি ধাপ। সে ধাপগুলো অতিবাহিত করার সময় অনেক বন্ধু আসে প্রত্যেকের জীবনে। এবং শিক্ষা

বল, জান্নাত রয়েছে কোন পথে

১

একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। কোন পথে চললে মানুষ সফলকাম হবে এবং কোন পথে চললে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা আল্লাহ তার বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর কোন পথে চললে খুশি হবেন এবং কোন পথে চললে নারাজ হবেন তাও বলে দিয়েছেন।

মানুষকে তাঁর মুক্তির পথ ও সফলতা লাভের উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। একজন মানুষের মুক্তি এবং সফলতার একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম। কেননা একমাত্র ইসলাম সত্য ধর্ম-- যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা থেকে মনোনীত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

.....

"নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম"।[18]

.....

এই যুগে ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম বাতিল। এবং আল্লাহ তার বান্দাদের কাছে দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন।

---

[18]সুরা আল-ইমরান ৩/১৯

মিছে স্বপ্ন

আমরা একটি শব্দের সাথে খুব পরিচিত এবং প্রায় সকলেই সে শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। আর মানুষ শব্দটির অপব্যবহার করে থাকে এবং নিজের অজান্তেই তাতে আক্রান্ত হয়ে আছে। তা হলো "আগামীকাল" বা "কালকে" শব্দ।

যা আমাদের আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে সবচে বেশি বাধা সৃষ্টি করে। মানুষকে এই "কালকে" শব্দটি ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয় সে ব্যক্তির নিজের গাফলতির জন্য। মানুষ এই শব্দটি ব্যবহার করে তার সবচে বেশি ক্ষতি করে থাকে এই ক্ষেত্রে যে, 'আমি কালকে থেকে ভালো হয়ে যাব।'

কালকে থেকে ভালো হয়ে যাব, এই কথার মধ্যেই মানুষ "কালকে" শব্দটির সঠিক ব্যবহার করে না। যখনই আপনার এই 'কালকে থেকে ভালো হয়ে যাব' কথাটি মুখ থেকে বের হয়ে যায় তখনই আপনি শয়তানকে একটি প্লাস পয়েন্ট দিয়ে দেন আপনাকে পাপাচারে ব্যস্ত রাখার। আর শয়তানও তার সৎ ব্যবহার করে থাকে। তাই তো মানুষ কালকে থেকে নামাজ পড়বে প্রতিজ্ঞা করলেও তা আর বাস্তবায়িত হয় না। বরং আপনি একটি মন্দ কাজে ব্যস্ত থাকেন আর তার মধ্যেই নিজেকে মগ্ন রাখেন। কালকে আর আপনার জীবনে আসে না এবং আপনার জীবনের মন্দ কাজগুলোও আপনি আর ত্যাগ করতে পারেন না।

তেমনিভাবে আমরা একটি বিশেষ দিনেরও অপেক্ষা করে থাকি। তার মধ্যে অন্যতম হলো নতুন বছর বা New Year। নতুন বছরের পহেলা দিনে সকল মন্দ, অসৎ কাজ ত্যাগ করে দ্বীন-ইসলামের পথে ফিরে আসব তা চিন্তা করে থাকি। নতুন বছর নতুন করে জীবনকে উপভোগ করব, নিজেকে পরিবর্তন করে ফেলব নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই। নতুন করে জীবনের সূচনা করব। ভিন্ন রকম স্বপ্ন নিয়ে নতুন বছরকে সুখময় ও আনন্দময় করার জন্য কত পরিকল্পনা গেঁথে রাখা হয় অন্তরে। অন্তরকে ভাবতে সাহায্য করা হয় যে, নতুন বছরের